১৯-০৪-১৮ প্রাত: মুরলী ওম শান্তি "বাপদাদা" মধুবন

"মিষ্টি বাচ্চারা :- দেহ সহ দেহের সব সম্বন্ধের ট্রাস্টি হও, সবকিছুর দেখভাল করেও কোনো কিছুতেই মমত্ব রেখো না"

প্রশ্ন :- এই নাটকে মায়া কোন্ ভুল করালে বাবা নির্ভুল বানাতে আসেন ?

উত্তর :- প্রথম ভুল এটাই যে, ব্রহ্ম তত্বকে পরমাত্মা মনে করা । তত্বের সঙ্গে যোগ লাগনো এ হলো মিথ্যা, এতে বিকর্মের বিনাশ হয় না । ২) হিন্দুস্তানে থাকার কারণে দেবী - দেবতা ধর্মের পরিবর্তে নিজেদের হিন্দু ধর্মের বলে দেওয়া এও অনেক বড় ভুল । এই ভুলের কারণে ধর্মের কোনো শক্তি আর নেই । এখন বাবা এসেছেন তোমাদের নির্ভুল বানাতে ।

গীত :- কে এলো আমার মনের দ্বারে .....

ওম্ শান্তি । বাচ্চাদের কাছে ইনি কে এসেছেন ? বাচ্চাদের কাছে মাতা - পিতাই তো আসবে । যাঁর জন্য গায়ন আছে -- তুমি মাতা - পিতা, আমরা তোমার বালক । এখন তোমরা সেই বালকের অধিকারে বসে আছো, তাই না । পরমপিতা - পরমাত্মা বসে বাচ্চাদের বোঝান যে, আমি নিরাকার । ব্রহ্মা - বিষ্ণু এবং শঙ্কর এমন বলতে পারবেন না । এইকথা একমাত্র নিরাকার পরমপিতা পরমাত্মা বলতে পারেন, এই শরীরের দ্বারা । এ তো তোমরা জানো যে, আমার কোনো স্থূল বা সূক্ষ্ম শরীর নেই । এই আত্মাই এই শরীরের মাধ্যমে বলছে । নিরাকার পরমপিতা পরমাত্মা বসে বাচ্চাদের পড়াচ্ছেন । এই কথা নতুন কেউ শুনলে বলবে, এ কিভাবে সম্ভব ? হ্যাঁ, শিব ভগবান উবাচঃ, ব্রহ্মার শরীরের দ্বারা । শিব বাবার তো নিজের কোনো শরীর নেই । তাহলে এতো সব বি.কে কোথা থেকে এসেছে ? ওই ব্রাহ্মণরা নিজেদের ব্রহ্মাকুমার বলে না । তোমরা কেন বলো যে, আমরা বি.কে বলো ? তোমরা এই কথা সিদ্ধ করে বলতে পারো যে, এই ব্রহ্মার বাবা হলেন পরমপিতা পরমাত্মা শিব । তাঁর তিন সন্তান ---- ব্রহ্মা, বিষ্ণু এবং শঙ্কর । তাই শিব বাবা ব্রহ্মার মুখের দ্বারা মুখ বংশাবলী রচনা করে তাঁদের মানুষ থেকে দেবতা বানান । এই দুনিয়াতে তো অনেক মানুষ । অনেক প্রকারের ভিন্ন - ভিন্ন ধর্ম এবং জাতি আছে । গুজরাটি, পাঞ্জাবি, ইউ.পি, ক্রিস্টিয়ান, বৌদ্ধ, মহারাষ্ট্রিয়ান ইত্যাদি কতো জাতির নাম । সত্যযুগে এতো ধর্ম, জাতি থাকে না । না সেখানে অনেক ভাষা বা অনেক ধর্ম হয় । বলাও হয়, এক রাজ্য হোক । সত্য যুগে থাকেই দেবী - দেবতা ধর্ম । বাবা বলেন যে, আমি এসেই এক আদি সনাতন দেবী - দেবতা ধর্মের স্থাপনা করি । গায়নও আছে যে --- মানুষ থেকে দেবতা বানাতে সময় লাগে না । দেবতারা তো থাকে সত্য যুগে, ত্রেতায় থাকে না । ত্রেতায় হয় ক্ষত্রিয় বর্ণ । শাস্ত্রেও লেখা আছে যে, ব্রহ্মার মুখ থেকে ব্রাহ্মণের জন্ম হয়েছিলো । আর তিনি এই ব্রাহ্মণদের পড়িয়ে দেবতা এবং ক্ষত্রিয় ধর্মের স্থাপনা করেন । বাকি অন্য যে সমস্ত ধর্ম থাকে, তাদের বিনাশ হয়ে যাবে । বাবা বোঝান, মিষ্টি বাচ্চারা --- আমি তোমাদের আত্মাদের প্রকৃত বাবা । আমি কখনোই পরিবর্তন হই না । আমাকে তোমরা সর্বদা বাবার অধিকারে স্মরণ করো । ভক্তরা ভগবানকে স্মরণ করে কারণ এই শিক্ষা একমাত্র ভগবান ছাড়া কেউই দিতে পারে না । এখন তো অনেক ধর্ম আছে । তোমরা এর লিস্ট বের করতে পারবে না । এখানে কতো মানুষ আছে, বাবা এসে মানুষ থেকে দেবতা করেন । তাও তো সবাইকে করতে পারবেন না । এ হলো বোঝার কথা । বাবা বলেন, আমি ছাড়া এ কথা কেউই বোঝাতে পারবে না । বাচ্চারা, বাবা বসে তোমাদের সত্যযুগের জন্য

পড়ান । তিনি বলেন, বাচ্চারা, এখন যত পুরুষার্থ করে স্বর্গের উঁচু পদ পেতে চাও, তা নিয়ে নাও । প্রতিটি মানুষ তাদের জীবিকার কারণে কতো পুরুষার্থ করে । মেথর শ্রেণীর লোকেরাও ভালো পড়াশোনা করলে উঁচু পদ পেতে পারে । এখানেই বাবা বলেন, আবলা এবং গণিকারাও পুরুষার্থ করে বিশ্বের সূর্যবংশী রাজ্যের অধিকারী হতে পারে ।

বাবা বুঝিয়েছেন -- এই সময় প্রত্যেক দ্রৌপদী বাবাকে ডাকেন -- বাবা রক্ষা করো, আবার দেখায় কৃষ্ণ ওপরে বসে আছে । দ্রৌপদী শাড়ি পেয়ে যায়, রক্ষাও হয়ে যায় । এমন তো হয় না । এ তো এই সময়ের কথা । বাবা বলেন আমি তোমাদের ২১ জন্ম বস্ত্রহীন হওয়ার হাত থেকে বাঁচাই । তোমাদের কেউই বিবস্ত্র করতে পারে না । এ হলো প্রবৃত্তি মার্গ, উভয়কেই পবিত্র হতে হবে । অর্ধেক কল্পে এই বিকারে ঘিরে থাকার কারণে এই অভ্যাস সহজে দূর হয় না । এখন বাবা এসে তোমাদের বিবস্ত্র হওয়ার হাত থেকে উদ্ধার করেন, এতেই অনেক পরিশ্রম । পবিত্রতায় থাকতে চাইলেই মায়া আঘাত করতে থাকে । অবলাদের উপর এই বিষের কারণে অনেক অত্যাচার হয় আর বাচ্চাদের প্রতি তাদের মোহও থাকে । এতে তো সম্পূর্ণ নষ্টমোহা হতে হবে । প্রথমদিকে যখন ভাট্টি হয়েছিলো, তখন অনেকেই সাহসের সঙ্গে এসেছিলো । দেখলো, মার খেতে হচ্ছে বা হাঙ্গামা হচ্ছে তখন চট্ করে সরে গেলো । সন্ন্যাসীরাও চলে যায় । আগে তো তাদের পরিবারের স্মরণ কষ্ট দেয় । নষ্টমোহ হওয়াতেই পরিশ্রম লাগে কেননা তাদের কাছে প্রাপ্তির কোনো অবজেক্ট নেই । কোনো শক্তিই তারা পায় না । তোমরা তো শক্তি পাও । তাঁরা পবিত্রতার শক্তি কোথা থেকে পাবে ? পবিত্রতার সাগর তো এক পরমপিতা পরমাত্মা, তাঁর থেকেই তোমরা আশীর্বাদী বার্সা পাবে । দুনিয়ার মানুষ তো বাবার সঙ্গে যোগ লাগায় না । ব্রহ্মের সঙ্গে যোগ লাগায় তাই সম্পূর্ণ পবিত্র হতে পারে না । ব্রহ্ম বা তত্বের সঙ্গে যোগ লাগানো সম্পূর্ণ ভুল । দেখো, এই পয়েন্ট খুব ভালোভাবে ধারণ করতে হবে । ভুল তো অনেকই করেছো । হিন্দুস্তানে যারা থাকে তারা নিজেদের হিন্দু ধর্মের বলে দেয় । এও ভুল । ব্রহ্ম বা তত্বকে পরমাত্মা বলা, এও ভুল । অবশ্য তা এই বিশ্ব নাটকেই অন্তর্নিহিত আছে । বাবা এসে বোঝান, এই সমস্ত ভুল মায়া করায় । বাবা এসেই আবার নির্ভুল করেন আমাদের । সত্যযুগে একই ধর্ম আর একই ভাষা ছিলো । এমন নয় যে বৃন্দাবনে যারা থাকবে তাদের বৃন্দাবনী বলা হবে । সেখানে থাকে একই ধর্ম । বাবা বলেন, আমি আসি আবার তোমাদের তেমন দেবতা করে তুলি । তোমরা স্বর্গের মালিক হও । বাবা যখন স্বর্গের রচনা করেন তখন আমরা কেন নরকের মালিক হবো । নতুন দুনিয়াতে অবশ্যই আমরা স্বর্গের মালিক হবো । সেই সময় বাকি সমস্ত আত্মারা পরমধামে থাকবে । এই কথা এখন তোমাদের বুদ্ধিতে আছে । যত ভালো যোগ হবে ততই ধারণা সুন্দর হবে । কোথাও কোনো মমত্ব থাকা উচিত নয় । নিজেকে ট্রাস্টি মনে করে পালনা করো । সবই বাবার সম্পত্তি । দেহ সহিত দেহের সমস্ত সম্বন্ধের আমরা ট্রাস্টি । পরীক্ষাও অনেক আসে । কেউ অসুস্থ হলে বা দুঃখে থাকলে সামলাতে হয় । এ হলোই দুঃখের দুনিয়া । শিব বাবার তো কোনো দুঃখ হয় না । তিনি তো ট্রাস্টি । কারোর কিছু হলে বলবেন, নিজের হিসেব - নিকেশ মিটিয়ে অন্য শরীর ধারণ করেছে, এতে আমার কি হবে । এতো মানুষ শরীর ত্যাগ করবে,শিব বাবার কি কোনো দুঃখ হবে ? তিনি আরো খুশী হবেন । এই পুরানো ছি ছি শরীর ত্যাগ করিয়ে বাচ্চাদের তিনি ফিরিয়ে নিয়ে যাবেন । দুঃখের কোনো কথাই নেই । আফশোষ করারও কোনো কথা নেই । আমরা উঠতে বসতে মিষ্টি - মিষ্টি বাবাকে স্মরণ করি । পরমধামে যাওয়ার জন্য আমরা তৈরী হচ্ছি । বাবাকে স্মরণ করতে করতে আমাদের শরীর ত্যাগ হবে । এমন অনেক সন্ন্যাসীরই হয়ে থাকে । বসে বসে চিন্তা করে ---- আমরা ব্রহ্মে চলে যাচ্ছি , গিয়ে লীন হয়ে যাবো । এমন বসে বসেই তাঁরা শরীর ত্যাগ করে । বাবা নিজের অনুভব দিয়েই এই

কথা বলেন । প্রানায়াম করতে করতে অদৃশ্য হয়ে যায় । এমন নয় যে সেই আত্মা ব্রহ্মে চলে যাবে । আত্মা তো এক শরীর ত্যাগ করে শীঘ্রই অন্য শরীর ধারণ করে । বাকি কেউই নির্বাণে যায় না , না জ্যোতিতে মিলিয়ে যায় । সবাইকে অবশ্যই অভিনয় করতে হবে ।

বাবা বলেন আমি আসিই যখন সব অভিনেতারা মঞ্চে উপস্থিত থাকে কেননা আমি সব সজনীদের সাজন । আমার পিছনে সব সজনীরা চলে আসবে । আমি সবাইকে নিয়ে যেতে এসেছি । এখন নাটক সম্পূর্ণ হয়ে এসেছে । এখন যে যতটা পুরুষার্থ করবে । সদ্গতিদাতা হলেন একমাত্র বাবা । এখন বাবা এসে বোঝাচ্ছেন ---- আমি কখন কিভাবে আসি । তখন তোমাদের সমস্ত আত্মাদের নিয়ে যাই । তোমাদের আমি ছি - ছি থেকে ফুলের মতো বানিয়ে দিই । এই ফুলেরাই বলিহারি যাবে । দেখানো হয় কৃষ্ণ ভাগিয়ে নিয়ে গিয়েছিলো । কিন্তু তা কোন্ কারণে ? কৃষ্ণের তো কথাই নেই । এ তো বাবা মুক্ত করেছিলেন । তিনিই স্বর্গের মহারাজা - মহারাণী বানানোর জন্য সহজ রাজযোগ শিখিয়েছিলেন । তোমাদের ভবিষ্যতের প্রিন্স - প্রিন্সেস হওয়ার সাক্ষাৎকারও হয়েছে । তোমরা জানো যে, বরাবর আমরা ময়ূর মুকুটধারী প্রিন্স - প্রিন্সেস হবো । এখন তোমরা হলে ব্রাহ্মণ । গায়ন আছে - প্রজাপিতা ব্রহ্মার । তোমরা তাঁর সন্তান ব্রহ্মাকুমার - ব্রহ্মাকুমারী হও । এই কথা হলো নিজে বোঝার আর অন্যকে বোঝানোর । এখন রাজধানী স্থাপন হচ্ছে । তাই সবাইকে পুরুষার্থ করা উচিত -- খুব ভালো করে । আমি কোনো কষ্ট দিই না, কেবল বলি, আত্মারা, তোমাদের বাবাকে স্মরণ করো আর তাঁর আশীর্বাদী বর্সাকে স্মরণ করো । বিশ্বের মালিক হওয়ার জন্য এতটুকু স্মরণ তো করতেই হবে । তোমরা দেহী - অভিমানী হও । দেহ - অভিমান এলেই মায়ার ঘুষি খেতে হয় । এক নাটক বানানো আছে যে, মায়া এমন করে আর ভগবান এমন করেন । তো প্র্যাকটিকালি তো দেখোই যে কতো মানুষ বাবার হয়ে আবার মুখ ফিরিয়ে নেয় । তারা চলে গিয়ে নিন্দা করে । আশ্চর্যবৎ শুনন্তি, কথন্তি তারপর ভাগন্তি হয়ে যায় । এরা বাবা, টিচার এবং সদ্গুরুর নিন্দা করে । তাদের দেখে মানুষ বলে, ঈশ্বরকে কিভাবে দূরে সরিয়ে দেয় । তাই এই নিন্দুকেরা উঁচুর থেকে উঁচু পদ পেতে পারে না । এ হলো এখনকার কথা । কোনো কোনো বাচ্চার নষ্টমোহা হতে অনেক পরিশ্রম লাগে । অনেকের মোহ নাশ হতেই চায় না । বাবা তো বলেন, তোমার বাচ্চাদেরও সামলাও । তাদেরও শিব বাবার কথা স্মরণ করাতে থাকো । যারা খুব ভালো হবে তারা শিব বাবাকে স্মরণ করতে থাকবে । বাবা বোঝান যে, গভর্নমেন্টও পবিত্রতা চায় । তাই তাদের বোঝানো উচিত যে, আমরা ভারতে পবিত্রতা আনার জন্য পবিত্রতার প্রতিজ্ঞা করছি । আমরা অবশ্যই ভারতকে স্বর্গ করে তুলবো । কন্যারা তাদের মাতা - পিতারও উদ্ধার করতে পারে । বাবাকে তো গরীবের ভগবান বলা হয় । সাহুকারের সব ধন সম্পদ তো মাটিতে মিশে যাবে । সাহুকারের জন্য অনেক শক্তির প্রয়োজন কারণ তাদের জয়েন্ট স্টক হয় । তখন নিজের জিনিস কিভাবে সমর্পণ করবে । বাবা তো গরীবের ভগবান, এমন গায়েন আছে । আচ্ছা ।

মিষ্টি - মিষ্টি হারানিধি বাচ্চাদের প্রতি মাতা - পিতা, বাপদাদার স্মরণ - ভালোবাসা এবং সুপ্রভাত । রুহানী বাবার রুহানী বাচ্চাদের নমস্কার ।

ধারণার জন্য মুখ্য সার :-

১) এইম অবজেক্টকে বুদ্ধিতে রেখে পবিত্র হওয়ার জন্য সম্পূর্ণ নষ্টমোহ হতে হবে । পুরানো শরীর থেকে মমত্ব দূর করে দিতে হবে ।

২) উঠতে বসতে বাবার স্মরণে থাকতে হবে। কোনো বিষয়েই আফসোস করবে না। কোনো সময়ই বাবার নিন্দা হয়, এমন কোনো কর্ম করবে না।

বরদান :-- বিজয়ের উৎসাহ – উদ্দীপনার দ্বারা নিরাশাকে আশায় পরিবর্তন করে নিশ্চয়বুদ্ধি হও

যদি অটুট নিশ্চয়তা থাকে তাহলে সর্বদাই বিজয়ী হবে, বিজয়ের উৎসাহ – উদ্দীপনা যেন সর্বদা থাকে, নিরাশার সংস্কার যেন না থাকে। কোনো মুশকিল কাজ যেন এমন সহজ অনুভব হয়, যেন কোনো বড় বিষয়ই নয়, কেননা অনেক বার এমন কাজ করেছ, কোনো নতুন কিছু করছ না, তাই নিরাশার চিহ্নমাত্রও যেন না থাকে, কোনো স্বভাব – সংস্কারে এই সঙ্কল্প যেন না আসে যে, কি জানি এ পরিবর্তন হবে কি হবে না ? তোমরা হলে সদা বিজয়ী।

স্লোগান :- শক্তিশালী হতে হলে সর্বদা ঈশ্বরীয় সম্পদের স্মৃতি আর স্মরণে থাকো।